بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর অতীব নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবী হযরত মাসলামা বিন সালামা (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, লণ্ডন হতে প্রদত্ত ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২০ এর খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী (রাঃ)। তিনি আনসারদের অওস গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ মাসলামা প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত মুসআব বিন উমায়েরের হাতে হযরত সা'দ বিন মুআয-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উবায়দা বিন জাররাহ্ যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মহানবী (সাঃ) তার সাথে তাকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি সেসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা কা'ব বিন আশরাফ এবং আবু রাফে' সালাম বিন আবু হুকায়েককে হত্যা করেছিল। এই দু'জন নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ছিল যারা মুসলমানদের ক্ষতি করতে চাইত এবং এই অপচেষ্টায় সর্বদালেগে থাকত। এমনকি তারা অনেক সময় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করানোরও চেষ্টা করেছে, একসময় তারা মহানবী (সাঃ)এর ওপরও আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করে। তাই মহানবী (সাঃ) তাদেরকে হত্যা করার দায়িত্ব এদের ওপর ন্যস্ করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) কোন কোন যুদ্ধের সময় মদিনায় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও তাকে নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার পুত্ররা হলেন- জা'ফর, আব্দুল্লাহ্, সা'দ, আব্দুর রহমান এবং উমর আর তারা সকলেই মহানবী (সাঃ)এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা কেবল তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া বদর ও উহুদের যুদ্ধ সহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, কেননা তাবুকের যুদ্ধের সময় তিনি মহানবী (সাঃ)এর অনুমতিক্রমে মদিনায় অবস্থান করেছিলেন।

যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, দু'জন নৈরাজ্যবাদী ও ইসলামের শত্রুর হত্যায় হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার ভূমিকা ছিল। এর কিছু বিবরণ দেড় বছর পূর্বে হযরত উবাদা বিন বিশরের স্মৃতিচারণে আমি তুলে ধরেছিলাম। তথাপিও কিছু কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, এছাড়া আরো কিছু কথাও রয়েছে। সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব কা'ব বিন আশরাফের হত্যা সম্পর্কে লিখেছেন যে, বদরের যুদ্ধ মদিনার ইহুদিদের হৃদয়ে লালিত শত্রুতাকে দৃশ্যপটে নিয়ে আসে এবং তারা বিরোধিতা বাড়িয়ে দেয়। তারা তাদের দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যে ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। যেমন কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনাও এই ধারাবাহিকতারই একটি ফলাফল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কা'ব ইহুদি হলেও প্রকৃত অর্থে সে ইহুদি বংশোদ্ভূত ছিল না বরং আরব ছিল। তার পিতা আশরাফ বনু নাবহানের এক ধূর্ত এবং সুপরিচিত ব্যক্তি ছিল, যে মদিনায় এসে বনু নজীরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে, তাদের মিত্র সাজে, আর অবশেষে সে এতটা ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করে যে, বনু নজীরের বড় রইস বা নেতা, আবু রাফে বিন আবুল হুকায়েক তার মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেয় এবং তারই গর্ভে কা'বের জন্ম হয়, যে বড় হয়ে তার পিতার চেয়েও অধিক মর্যাদা অর্জন করে। অবশেষে সে এমন পদমর্যাদা অর্জন করে নেয় যে, পুরো আরবের ইহুদিরা তাকে নিজেদের সর্দার মনে করতে আরম্ভ করে। চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে অত্যন্ত নোংরা চরিত্রের মানুষ ছিল গোপন ষড়যন্ত্র এবং শত্রুতার কৌশলে সে ছিল যারপরনাই দক্ষ। পুণ্যতার ধারে কাছেও সে কখনো ঘেষেনি। মন্দ, পাপ, লড়াই করানো, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও ফিতনা ছড়ানোর ক্ষেত্রে সে চরম দক্ষতা রাখত। যাহোক, মহানবী (সাঃ) যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন তখন কা'ব বিন আশরাফ ও অন্যান্য ইহুদিদের সাথে সেই চুক্তিভুক্ত হয়, যা মহানবী (সাঃ) এবং ইহুদিদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কা'ব এর হৃদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষের অগ্নি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। সে গোপন কৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সাঃ)এর বিরোধিতা আরম্ভ করে। কা'বের বিরোধিতা ক্রমশ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে থাকে। সে নিজের বিরোধিতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। অবেশেষে বদরের যুদ্ধের পর সে এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করা শুরু করে,

যা ছিল চরম নৈরাজ্যকর ও অশান্তির কারণ। যার ফলে, মুসলমানদের স্বাভাবিক জীবন জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে গিয়ে পৌঁছায়।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন এক অসাধারণ বিজয় লাভ করে আর কুরাইশ নেতাদের অধিকাংশ নিহত হয় তখন সে বুঝে যায় যে, এখন এই নতুন ধর্ম এমনিতেই নিশ্চিহ্ন হবে বলে মনে হচ্ছে না। পূর্বে ধারণা ছিল যে, এটি এক নতুন ধর্ম, এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, নিজেই ধ্বংস হবে। কিন্তু ইসলামের উন্নতি দেখে ও বদরের যুদ্ধের ফলাফল দেখে তার এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এটি এমনিতেই ধ্বংস হবে না। সুতরাং বদরের যুদ্ধের পর সে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করার ক্ষেত্রে নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়।

কা'ব যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সত্যিই বদরের বিজয় ইসলামকে সেই দৃঢ়তা দান করেছে যা সে ভাবতেও পারত না, তখন সে রাগ এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় আর তাৎক্ষণিকভাবে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে গিয়ে তার বাকপটুতা এবং (অগ্নিঝরা) কবিতার জোরে কুরাইশদের হৃদয়ের সুপ্ত অগ্নিকে দাউদাউ করে জ্বালিয়ে তোলে আর তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের অতৃপ্ত পিপাসা জাগিয়ে তুলে, তাদের বক্ষ প্রতিশোধের অগ্নিতে ভরে দেয়। কা'বের লাগানো অগ্নির কারণে যখন তাদের আবেগ অনুভূতি বিস্ফোরন্মুখ হয়ে উঠে তখন সে তাদেরকে কাবা গৃহের প্রাঙ্গনে নিয়ে গিয়ে খানা-কাবার পর্দা তাদের হাতে দিয়ে এই শপথ আদায় করে যে, যতদিন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করব ততদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিব না।

এরপর এই হতভাগা অন্যান্য গোত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের কাছে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে। এরপর মদিনায় ফিরে এসে সে মুসলমান নারীদের নিয়ে 'তাশবীব' করে, অর্থাৎ নিজের উত্তেজক কবিতায় অত্যন্ত নোংরা ও অশ্লীলভাবে মুসলমান নারীদের কথা উল্লেখ করে। এমনকি নবী-পরিবারের সম্মানিত নারীদেরও নিজের নোংরা ও অশ্লীল কবিতার লক্ষ্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে নি আর দেশের সর্বত্র এসব কবিতা ছড়িয়ে বেড়ায়। অবশেষে সে মহানবী (সাঃ)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, আর কোন নিমন্ত্রণ ইত্যাদির অজুহাতে তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে কতিপয় ইহুদি যুবকের হাতে তাঁকে হত্যা করানোর ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় যথাসময়ে এই খবর প্রকাশ পেয়ে যায় আর তার এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

বিষয় যখন এতটুকু গড়ায় আর কা'বের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, বিদ্রোহ, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথাবার্তা আর হত্যার ষড়যন্ত্র করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন মহানবী (সাঃ), যিনি মদিনার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে সংঘটিত সেই চুক্তি অনুযায়ী, যা তাঁর মদিনায় আগমনের পর মদিনাবাসীদের সাথে হয়েছিল, এই রায় প্রদান করেন যে, কা'ব বিন আশরাফ নিজ অপকর্মের কারণে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। কা'ব সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে তখন যেহেতু মদিনার পরিবেশ এমন হয়ে উঠছিল যে, তার বিরুদ্ধে রীতিমত ঘোষণা দিয়ে যদি তাকে হত্যা করা হতো তাহলে মদিনায় এক ভয়াবহ গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল, যার ফলে জানা নেই কতটা রক্তপাত ও প্রাণহানী ঘটতো, আর মহানবী (সাঃ) যেহেতু সকল সম্ভাব্য এবং বৈধ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে খুনাখুনী ও রক্তপাতকে বন্ধ করতে চাইতেন, তাই তিনি (সাঃ) এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, কা'বকে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে হত্যা না করে যথোপযুক্ত কোন সময় বের করে কয়েক ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে। এই দায়িত্ব তিনি অওস গোত্রের নিষ্ঠাবান একজন সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামার ওপর ন্যস্ত করেন এবং তাকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, যে রীতি-ই অবলম্বন করবেন তা যেন অওস গোত্রের নেতা সাদ বিন মুআয-এর পরামর্শক্রমে করুন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! নীরবে হত্যা করার জন্য তো কোন কথা বলতে হবে, অর্থাৎ কোন অজুহাত দেখাতে হবে, যার ভিত্তিতে কা'বকে তার ঘর থেকে বের করে কোন নিরাপদ স্থানে তাকে হত্যা করা সম্ভব হবে। তিনি (সাঃ) সেই অসাধারণ ফলাফলকে দৃষ্টিপটে রেখে, যা এ ক্ষেত্রে নীরবে শাস্তি প্রদানের পন্থাকে পরিত্যাগ করলে সৃষ্টি হতে পারতো, এতে সম্মতি প্রদান করেন। সুতরাং মুহাম্মদ বিন মাসলামা হযরত সা'দ বিন মুআয-এর পরামর্শক্রমে আবু নায়েলার সাথে আরো দু'তিনজন সাহাবীকে নিজের সাথে নেন আর কা'বের ঘরে পৌঁছেন এবং কা'বকে তার ঘর থেকে ডেকে বলেন যে, আমাদের সাহেব অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের কাছে সদকা বা আর্থিক কুরবানীর চাচ্ছেন, কিন্তু আমরা অসচ্ছল, তমি কি অনুগ্রহ করে কিছু ঋণ দিতে পার? এ কথা শুনে কা'ব আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে এবং বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম! এখন কিছুই দেখনি, সেই দিন দূরে নয় যখন তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা উত্তর দেন, আমরা তো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর

অনুসরণ ও আনুগত্য শিরোধার্য করেছি, তোমার কাছে যে কাজের জন্য এসেছি, তুমি এটি বল যে, ঋণ দিবে কি না? কা'ব বলে যে, হ্যাঁ। কিন্তু আমার কাছে কোন কিছু বন্ধক রাখতে হবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা জিজ্ঞেস করেন, কী জিনিস? সেই দুর্ভাগা উত্তর দেয় যে, তোমাদের নারীদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি (রাঃ) ক্রোধ দমন করে বলেন, এটি কীভাবে হতে পারে যে, তোমার মতো মানুষের কাছে আমরা আমাদের নারীদের বন্ধক রাখব। সে বলে, ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের পুত্রদের বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ বিন মাসলামা বলেন, এটিও অসম্ভব, আমরা সারা আরবের খোটা সহ্য করতে পারব না, অবশ্য তুমি যদি সদয় হও তাহলে আমরা আমাদের অস্ত্র তোমার কাছে বন্ধক রাখছি। এতে কা'ব সম্মত হয়ে যায়। মোহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সাথিরা রাতে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসেন। রাত হতেই এই ছোট্ট দলটি সশস্ত্র হয়ে কা'বের বাসায় পৌঁছে যায়। কেননা তখন চুক্তি অনুযায়ী তারা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে যেতে পারতেন যা তার কাছে (বন্ধক) রাখার কথা হয়েছিল। এরপর তারা তাকে ঘর থেকে ডেকে কথা বলতে বলতে এক দিকে নিয়ে যায়, আর কিছুক্ষণ পর পায়চারিরত অবস্থায় মুহাম্মদ বিন মাসলামা বা তার কোন সাথি কোন অজু হাতে কা'বের মাথায় হাত দেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তার চুলগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধরে নিজ সঙ্গীদেরকে আঘাত করার জন্য আহ্বান করেন। পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ও অস্ত্রসজ্জিত সাহাবীরা তৎক্ষণাৎ তরবারি চালনা করেন এবং কা'ব নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মোহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সাথিরা সেখান থেকে দ্রুত মহানবী (সাঃ) এর সকাশে উপস্থিত হন এবং এই হত্যার সংবাদ তাঁকে (সাঃ) প্রদান করেন।

কা'বের নিহত হওয়ার সংবাদ জানাজানি হলে শহরে দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর ইহুদিরা মারাত্মকভাবে উত্তেজিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন প্রভাতে ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সাঃ)এর সকাশে উপস্থিত হয় এবং অভিযোগ করে যে, আমাদের সরদার কা'ব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা শুনে মহানবী (সাঃ) বলেন, তোমরা কি জান, কা'ব কী কী অপরাধ করেছে? এরপর তিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কা'বের চুক্তি ভঙ্গ করা, যুদ্ধে প্ররোচিত করা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথা বলা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি স্মরণ করান। তখন তারা ভয়ে চুপ হয়ে যায় এবং আর কোন উচ্চবাচ্চ করে নি। এরপর মহানবী (সাঃ) তাদেরকে বলেন, তোমাদের উচিত হবে অন্ততপক্ষে ভবিষ্যতে শান্তি এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে সহাবস্থান কর এবং শত্রুতা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন করো না। সুতরাং ইহুদিদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন চুক্তি লেখা হয় আর ইহুদিরা নতুনভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তিতে থাকার এবং ফিতনা ও নৈরাজ্যের রীতি পরিত্যাগের অঙ্গীকার করে। কা'ব যদি অপরাধী না হতো তাহলে ইহুদিরা কখনো এত সহজে নতুন চুক্তি করত না আর তাকে হত্যার কারণে চুপচাপ বসে থাকত না। যাহোক, তারা এই নতুন চুক্তি করে যে, ভবিষ্যতে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করব। ইতিহাসের কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, এই ঘটনার পর ইহুদিরা কখনো কা'ব বিন আশরাফের হত্যার উল্লেখ করে মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করেছে; কেননা তাদের হৃদয় এটি অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, কা'ব তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

কা'ব বিন আশরাফের হত্যার বিষয়ে কতিপয় পশ্চিমা ইতিহাসবিদ অনেক কিছু লিখেছে এবং এই হত্যাকাণ্ডকে মহানবী (সাঃ)এর চরিত্রে এক দৃষ্টিকটু দাগ হিসেবে উপস্থাপন করে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেছে। কিন্তু দেখার বিষয় হলো—প্রথমতঃ এই হত্যাকাণ্ড নিজ সত্তায় একটি বৈধ কার্য ছিল, নাকি ছিল না? আর দ্বিতীয়ত এই হত্যার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল—তা বৈধ ছিল, নাকি ছিল না?

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, প্রথম কথা হলো—এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, কা'ব বিন আশরাফ মহানবী (সাঃ)এর সাথে রীতিমত শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি করেছিল; এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধাচারণ তো দূরে থাক, সে এই অঙ্গীকার করেছিল যে, প্রত্যেক বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে সে মুসলমানদের সহায়তা করবে এবং মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। যদি এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও কা'ব সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার উপেক্ষা করে মুসলমানদের সাথে, বরং প্রকৃত কথা হলো—সমসাময়িক সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অধুনাকালের তথাকথিত সভ্য জাতি হিসেবে অভিহিত রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্রোহ, অঙ্গীকারভঙ্গ, যুদ্ধের প্ররোচনা ও হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধীকে কি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় না?

এখন হত্যার রীতি সম্পর্কে পশ্ন হতে পারে যে, হত্যার পদ্ধতি বৈধ ছিল কি-না? এর উত্তরেও হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, সে সময় আরবে নিয়মতান্ত্রিক কোন সরকার-ব্যবস্থা ছিল না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এমতাবস্থায়, এমন কোন্ আদালত ছিল যেখানে কা'বের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রীতিমত মৃত্যুদণ্ডাদেশ হস্তগতকরা যেত?

এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, হিজরতের পরে মুসলমান এবং ইহুদিদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল সে অনুসারে মহানবী (সাঃ) একজন সাধারণ নাগরিকের মর্যাদা রাখতেন না বরং তিনি সেই প্রজাতন্ত্রের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁকে সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যে সিদ্ধান্ত উপযুক্ত মনে করতেন তা জারি করার অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং তিনি দেশের শান্তির স্বার্থে কা'বের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন।

বাকি রইল এ আপত্তি যে, তখন মহানবী (সাঃ) নিজ সাহাবীদেরকে মিথ্যা বলা ও প্রতারণার অনুমতি দিয়েছেন! এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সঠিক রেওয়ায়েত এটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। মহানবী (সাঃ) কখনো মিথ্যা ও প্রতারণার অনুমতি দেননি, বরং বুখারীর রেওয়ায়েত অনুসারে যখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে,কা'বকে গোপনে হত্যা করার জন্য কিছু বলতে হবে; তখন তিনি সেই মহা কল্যাণকে দৃষ্টিপটে রেখে যা গোপনে শাস্তি প্রদানের কারণ হয়েছে, উত্তরে শুধু এটি বলেছেন যে, হ্যাঁ। তখন এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে বা মুহাম্মদ বিন মাসলামার পক্ষ থেকে এরচেয়ে বেশি কোন ব্যাখ্যা আদৌ করা করা হয় নি। যুদ্ধের সময় গুপ্তচর প্রমুখদেরও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ ধরনের কথা বলতে হয়, যার ওপর কখনো কোন বুদ্ধিমান আপত্তি করে নি। অতএব মহানবী (সাঃ)এর চরিত্র অবশ্যই পবিত্র।

এখন কেউ কেউ এই প্রশ্নও উত্থাপন করেছে যে, যুদ্ধে মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করা বৈধ কিনা। কোন কোন রেওয়ায়েতে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বলতেন, **'আল হারবু খুদ'আ'** অর্থাৎ যুদ্ধ এক প্রকার প্রতারণা। আর এ থেকে এই অর্থ নেয়া হয় যে, নাঊযু বিল্লাহ্, মহানবী (সাঃ)এর পক্ষ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতারণার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আর উভয়টিকে একত্রিত করলে এই ফলাফল বের হয় যে, মহানবী (সাঃ)এর বলার উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে, যুদ্ধে ধোঁকা দেয়া বৈধ, বরং একথার মর্ম ছিল, যুদ্ধ স্বয়ং একটি প্রহসন।

পরিকল্পনা বা কৌশলেরও বিভিন্ন ধরন হতে পারে। উদহারণস্বরূপ, সঠিক হাদিস থেকে এটি প্রমাণিত যে, মহানবী (সাঃ) যখন কোন অভিযানে বের হতেন তখন সাধারণত নিজের গন্তব্যের কথা প্রকাশ করতেন না। অনেক সময় এমনও করতেন যে, যাবেন হয়ত দক্ষিণে কিন্তু শুরুতে উত্তর দিকে যাত্রা করতেন এরপর ঘুরে দক্ষিণ দিকে যেতেন। অথবা কখনো কেউ যদি জিজ্ঞেস করত যে, কোথেকে এসেছ? তখন মদিনার নাম উল্লেখ না করে নিকটস্থ বা দূরবর্তী কোন অবস্থানস্থলের নাম বলে দিতেন। অথবা এ ধরনের অন্য কোন বৈধ রণকৌশল অবলম্বন করতেন। অথবা যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সাহাবীগণ অনেক সময় এটি করতেন যে, শত্রুদের অমনোযোগী করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হতে পিছু হটতে আরম্ভ করতেন আর শত্রু যখন উদাসীন হয়ে পড়ত এবং তাদের সারিগুলোতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত তখন অকস্মাৎ হামলা করতেন। এগুলো **'খুদআতুন'** এরই সবরূপ যাকে যুদ্ধাবস্থায় বৈধ আখ্যা দেয়া হয়েছে আর এখনও বৈধ জ্ঞান করা হয়। কিন্তু মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেওয়াকে ইসলাম কঠোরভাবে বারণ করে।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
7 February 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org